ভবিষ্যৎ মোকাবিলা

বিবর্তনশীল পৃথিবীতে কৃষিকাজ

বিশ্ব খাদ্য দিবসে এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্স

আমাদের খাদ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষণীয়- কৃষকদের জীবন আরও কঠিন হচ্ছে এবং খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে এ্যাংলিকানরা সর্বাধিক গুরুত্বদিয়ে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। বিশ্ব খাদ্য দিবসে দারিদ্র ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের সাথে যোগদান করুন।

এ্যাংলিকানরা ইতিপূর্বেই কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে নিজের জীবন-জীবিকা রক্ষা করছে তা এই তথ্যপুস্তিকাতে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ, ব্রাজিল ও সলোমন দ্বিপপুঞ্জে আমাদের কর্মশালায় আমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। গির্জায়/উপাসনায় বিশ্ব খাদ্য দিবসে ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাইবেল পাঠও এই পুস্তিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ANGLICAN ALLIANCE
Development · Relief · Advocacy

পৃথিবীর এক কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত

প্রতি আটজন মানুষের মধ্যে একজন অর্থাৎ প্রায় এক'শ কোটি মানুষ রাতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায়।

খাদ্য নিরাপত্তাকে বিশ্বে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ের কথা বিশ্ব-দরবারে তুলে ধরা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ্যাংলিকানরা বিভিন্ন সংগঠনকে সহায়তা দিয়ে আসছে।

এই পুস্তিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

বৈশ্বিক খাদ্য ঘাটতি

২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা আরও দু'শ কোটি বৃদ্ধি পাবে। সবার খাদ্য নিশ্চিত করতে, উৎপাদন আরও ৭০% বৃদ্ধি করতে হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা খাদ্য ঘাটতির মধ্যে আছি। বিশ্ব-ব্যাংকের ২০১৩ সালের এক সমীক্ষায় (Turn Down the Heat) দেখা যাচ্ছে যে, অতিরিক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর প্রধান খাদ্যশস্য সমূহ, গম, চাল, ভুট্টা ইত্যাদির ফলন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন যদি চলতে থাকে তবে আর মাত্র দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে খাদ্য উৎপাদন ১১% হ্রাস পাবে।

এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে দারিদ্র ও ক্ষুধা দূর করার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

পরিবর্তিত জলবায়ুর জন্য শস্য

উচ্চ ফলনশীল ও সহনশীল শস্য উৎপাদনে আরও গবেষণা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র পরিসরে চাষাবাদ করা কৃষকদের চাষ পদ্ধতি পরিবর্তনে সহায়তা প্রদান করা দরকার।

ক্ষুদ্র কৃষকদের সহনশীল বিভিন্ন জাতের শস্য এবং তথ্য সহায়তা দরকার যা এই পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে অধিক উৎপাদনে সহায়ক।

ক্ষুদ্র কৃষকদের উচ্চ ফলনশীল ও পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে সহনশীল বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে চাষাবাদ পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য আরো গবেষণা প্রয়োজন।

এবং এমবীরি, কেনিয়ার একটি কর্মসূচি ক্ষুদ্র কৃষকদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আবহাওয়ার তথ্য দিয়ে থাকে। যার ফলে কৃষকরা সময়মতো শস্য রোপণ করে বেশী ফলন পেয়ে থাকে।

এ্যাংলিকানদের কর্মসূচি

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য এ্যাংলিকানরা খাদ্য উৎপাদনকারীদের সহায়তা ও সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে আসছে।

জাভা, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের লবণাক্ত প্রতিরোধী চারা বিতরণ করা হচ্ছে।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গির্জাগুলো এই কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছে, লবণাক্ত প্রতিরোধকারী ফসল বৈচিত্র সরবরাহ করছে, যেহেতু ক্রমবর্ধমান সমুদ্রস্তরের লবণাক্ততা তাদের কৃষি ধ্বংস করছে।

মেলানিশিয়ার এ্যাংলিকান চার্চ, এপিসকোপাল রিলিফ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট যৌথভাবে স্থানীয় কৃষকদের সাথে লবনাক্ত প্রতিরোধকারী বিভিন্ন জাতের মিষ্টি আলু চাষাবাদ করতে কাজ করছে যা এ দ্বীপপুঞ্জের প্রধান ফসল।

সুদানের পাকং-এর কৃষকেরা গরু দিয়ে চাষের ফলে চাষাবাদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এবং সুদানের এপিকোপাল চার্চ এর প্যাকন ডায়োসিস-এর কৃষকেরা গরু দিয়ে চাষাবাদ করতে প্রশিক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে তাদের চাষের জমি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে বছরে তিনগুণ ফসল বেশী উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষিকাজের জন্য নতুন প্রযুক্তি যা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক তা স্থানীয় কৃষকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এই নতুন প্রযুক্তি অতি বৃষ্টি এবং খরায় কৃষকদের জীবিকার জন্য সুরক্ষা প্রদান করে।

মহিলা কৃষকদের ক্ষমতায়ন

উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় ক্ষুদ্র মহিলা কৃষিশ্রমিকেরা ৬০ - ৮০ ভাগ কৃষিকাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ কৃষিশ্রম কেবলমাত্র খাদ্য নিরাপত্তা নয় কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্যও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

জমি এবং বাজার সম্প্রসারণ

উন্নয়নশীল দেশে গ্রামের মহিলা কৃষকেরাই যেহেতু শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ করছে সেহেতু তারা যে জমি চাষাবাদ করছে তা নিরাপদ করতে হবে যাতে তারা তাদের ফসলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে। এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাজার মূল্য এবং বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে তাদের বাজারজাতকরণের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।

শলোমনের দ্বীপে এলায়েন্স

মহিলা কৃষক কর্মী কৃষিকাজের ক্ষেত্রে অনেক কর্মক্ষমতা প্রয়োজন যাতে তাদের পরিবারে এবং সমাজের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য নূতন কিছু পরিবর্তন আনতে পারে।

বিশ্ব খাদ্য দিবসে এলিয়ান্সের ফ্যাসিলিটেটর ট্যাগলিন কাবিকাবি প্যাসিফিক শলোমন দ্বীপে এ্যাংলিকান স্থানীয় মহিলা কৃষকদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করেছে। কর্মশালাটি মহিলাদের একত্রিত করে আবহাওয়া পরিবর্তন এবং কৃষিবিদদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারবেন এবং তাদের নিজের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করতে পারবেন।

ভূমি এবং লিগ্যাল অফিসার মহিলাদের এগিয়ে আশার বিষয় প্রধান তথ্য দিতে কর্মশালায় যোগ দেবেন এবং ভূমিতে তাদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা দান করবেন।

মানবাধিকার সংগঠনের একটি ফোরামে এ্যাংলিকান মহিলারা দলিয়ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করছে –

জি ২০ লক্ষ্যে

আমরা যদি জি ২০' সম্মেলনের দিকে লক্ষ্য করি যেটি ২০১৪ সালে অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবনে অনুষ্ঠিত হবে, আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ে প্রচারণা এ্যাংলিকান এ্যালয়ান্সের একটি প্রধানতম কর্মসূচি।

বিশ্ব খাদ্য দিবস কর্মশালাগুলোর উপর ভিক্তি করে, ব্রাজিল, বাংলাদেশ, শলোমন দ্বীপে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে, আমরা জি ২০ নেতাদের কাছে আবহাওয়া পরিবর্তন এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে এ্যাংলিকানদের জোরালো বক্তব্য তুলে ধরবো ।

জি ২০ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে প্যাসিফিকের জন্য একটি আঞ্চলিক ফোরাম অনুষ্ঠিত হবে সেখানে পরিবর্তনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো আলোচনায় তুলে ধরা হবে। এ্যাংলিকান এ্যালায়েন্সের সুশীল সমাজে একটি ভিত্তি রয়েছে যা জি ২০ কর্মসূচী এবং পলিসি গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারে।

আমরা অষ্ট্রেলিয়া এবং প্যাসিফিক মন্ডলীগুলোর সাথে কাজ করছি যাতে আপনাদের শুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিশ্ব নেতাদের কাছে তুলে ধরা যায়।

কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ

ইক্যুমেনিক্যাল এ্যাডভোকেসী এ্যালায়ান্স-এর অধীনে ১৪-২০ অক্টোবর মন্ডলীগুলোতে খাদ্য-ব্যবস্থা সপ্তাহ পালন করা হবে।

এই সপ্তাহ একই সাথে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ মহিলা দিবস (১৫ অক্টোবর), বিশ্ব খাদ্য দিবস (১৬ অক্টোবর), এবং আন্তর্জাতিক দারিদ্র মুক্তি দিবস (অক্টোবর ১৭) হিসেবে পালন করা হবে।

এ বিষয়ে ইক্যুমেনিকাল এ্যাডভোকেসি এ্যালায়েন্স-এর সহায়ক প্রকাশনা নীচের ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে :

http://www.e-alliance.ch/en/s/food/food-week-of-action/

সভা আহ্বান

মন্ডলীর সদস্যদের একত্রিত করে এবং এ বছর বিশ্ব খাদ্য দিবস সম্পর্কে বলুন। আপনি তৎক্ষণিক আলোচনার জন্য এই পুস্তিকাটি ব্যবহার করতে পারেন। এবং স্থানীয় জলবায়ুর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলতে তাদের উৎসাহিত করুন – যেন তারা আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে।

সাক্ষ্যের পথ চলা

বিশ্ব খাদ্য দিবসে স্থানীয় এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতামূলক সাক্ষ্য বহনের জন্য পদযাত্রার আয়োজন করতে পারেন যেন আমরা কিভাবে পরিবর্তনশীল জলবায়ুকে মানিয়ে নিতে পারি।

আসুন, জেনে নেই আপনি এবং আপনার এলাকার জনগণ বিশ্ব খাদ্য দিবসে এই পুস্তিকায় উল্লেখিত তথ্যপুঞ্জি ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য কি করেছে।

বাইবেল অধ্যয়ন

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিকাজ এবং প্রতিকূলতা বা সমস্যাগুলো বাইবেলের মধ্যে অনেক উপায় বা পথ দেখতে পারি। মিশরে যোষেফের গল্প থেকে দেখতে পাই জলবায়ু পরিবর্তনের একটি সুন্দর উত্তর আমাদের জমির নিরাপত্তা দেয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ায়।

আদিপুস্তক ৪১ অধ্যায়ে, যোষেফ একটি মহা দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে সতর্ক বাণী দিলেন যা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। তিনি দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য সংগ্রহ করতে আরাম্ভ করলেন। দুর্ভিক্ষের পর, মিশরীয়রা সবাই যোষেফের কাছে আসলেন এবং শস্য বীজ চাইলেন যেন তারা নিজেরা বীজ বপন করতে পারেন।

আদিপুস্তক ৪৭:১৩-২৭

প্রশ্নগুলো বিবেচনা করুন কিভাবে যোষেফ দূর্ভিক্ষ সম্পর্কে জবাব দিয়েছিলেন এবং চিন্তা করা দরকার কিভাবে আমরা আমাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশকে গ্রহণ করতে পারি।

- পরিবেশ সম্পর্কীয় বাধাগুলো কি ছিল যা যোষেফ সম্মুখিন হয়েছিল? আপনাদের জীবনে যে বাধাগুলো অতিক্রম করতে হয়, সেখানে কিভাবে মিল বা পার্থক্য খুঁজে পান?
- আপনি কিভাবে চিন্তা করেন আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে?
- যোষেফ এ পরিবর্তনের প্রস্তুতি নিতে কি করেছিলেন?

আপনি কেন মনে করেন যোষেফ ভূমির জন্য দায়িত্ব নিয়েছিলেন? তিনি কিভাবে সৃষ্টির উত্তম ধনাধ্যক্ষতা দেখিয়েছিলেন?

- আদিপুস্তক ৪৭:২৫ পদ পড়ুন, মিশরের লোকদের জন্য যোষেফের উত্তম পদক্ষেপের ভাল ফল কি ছিল ?
- খরা এবং দুর্ভিক্ষের প্রতি যোষেফের পদক্ষেপ থেকে কি কি বিষয় আমরা শিখতে পারি?
- আমরা কিভাবে আমাদের শস্যের সুরক্ষা করতে পারি, আমরা কিভাবে সঠিক বীজগুলো ব্যবহার করতে পারি? আমরা কিভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি যত্নবান হতে পারি? এবং আমরা কিভাবে আমাদের সম্পদ ব্যবহার করে যাদের প্রয়োজন রয়েছে তাদের সাহায্য করতে পারি।

বাইবেল পদগুলো আপনাদের আলোচনায় সহায়তা হতে পারে : আদি : ১ এবং ২, দ্বিতীয় বিবরণ ২৮: ১-১১, উপদেশক ১১:৬, হিতোপদেশ ৩:৯-১০, মথি : ২৫: ১৪-২০; ২ করি: ৯:১০. প্রকাশিত বাক্য ২১:১-৪পদ।

সাতদিনের জন্য নির্ধারিত প্রার্থনা

স্থানীয় এবং সমগ্র পৃথিবীর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা : নিম্নে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: http://anglicanalliance.org/pages/8505

তথ্যপুঞ্জি

খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যাবে:
http://anglicanalliance.org/pages/8352

এছাড়াও সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন এবং ন্যায্যতা বিষয়ে এ্যালায়েন্স কি করছে তা নিচের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
http://anglicanalliance.org/pages/8505

আপনি দেখতে পাবেন এ্যাংলিকান বিশ্বের চারদিকে আবহাওয়া পরিবর্তন এবং ন্যায্যতা নিয়ে কি কাজ করছে তা আমাদের মানচিত্রে www.anglicanmap.org তুলে ধরা হবে।

জাতি সংঘ খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা (এফএও) বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন নির্ধারণ করে থাকে।

এবছরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে :
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/

FAO's report on Sustainable Food Systems পাওয়া যাবে। ডাউনলোড করুন।
http://www.fao.org/fileadmin/templates/getinvolved/images/WFD_issues_paper_2013_web_EN.pdf

The UN- এর `Zero Hunger' উদ্যোগের মাধ্যমে ক্ষুধা মুক্ত করতে পারবে।
http://www.un.org/en/zerohunger/challenge.shtml

আপনি কি করছেন, তা বলুন!

বিশ্ব খাদ্য দিবসে আপনার চার্চ এবং এলাকার জনগণ উল্লেখযোগ্য এমন কি করেছেন তা বলুন।

.

Latin America and the Caribbean:
paulo.ueti@aco.org
Pacific: tagolyn.kabekabe@aco.org
Asia: michael.roy@aco.org
London office: anglicanalliance@aco.org

Anglican Alliance
St Andrew's House
16 Tavistock Crescent
London
W11 1AP

0044 (0)20 7313 3921

www.anglicanalliance.org
www.facebook.com/anglicanalliance
www.twitter.com/AngliAlliance